ঝিনাইদহে চ্যানেল ২৪’র সাংবাদিকের উপর হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন

ঝিনাইদহে চ্যানেল ২৪’র জেলা প্রতিনিধি ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সদস্য সাদ্দাম হোসেনের উপর হামলার প্রতিবাদ ও আসামীদের গ্রেফতারের দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

শনিবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১টায় শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে এ কর্মসূচী পালিত হয়।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব, ঝিনাইদহ টেলিভিশন সাংবাদিক ফোরাম, রিপোটার্স ইউনিটি, প্রেস ইউনিটি, বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্টনিক্স মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকরা অংশ গ্রহন করে।

সেসময় ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি এম রায়হান,সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান টিপু, সিনিয়র সাংবাদিক বিমল সাহা, নিজাম জোয়াদ্দার বাবলু, সাইফুল মাবুদ, দেলোয়ার কবির, আসিফ ইকবাল কাজল।

টেলিভিশন সংবাদিক ফোরামের সভাপতি শিপলু জামান, সাধারণ সম্পাদক রাজিব হাসান, মাইটিভির জেলা প্রতিনিধি মিঠু মালিথা, রিপোটার্স ইউনিটির সভাপতি এম এ কবির, প্রেস ইউনিটির সভাপতি শাহিদুল এনাম পল্লব, বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি স্বপন মাহমুদসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা, সাংবাদিক সাদ্দাম হোসেনের উপর হামলাকারী প্রধান আসামী ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছে বাকী আসামীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবী জানান। পরে সেখান থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়।

উল্লেখ, গত বৃহস্পতিবার রাতে শৈলকুপা উপজেলার গাড়াগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে সাংবাদিক সাদ্দাম হোসেনের উপর হামলার চালিয়ে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে স্থানীয় বখাটে বিপ্লব, ফিরোজসহ অন্যান্যরা। এ ঘটনায় বিপ্লবকে আটক করা হলেও বাকী আসামীরা এখনও আটক হয়নি। মানববন্ধনে প্রেসক্লাবের সভাপাতি এম রায়হান বলেন, সাংবাদিক সাদ্দামের উপর যারা হামলা করেছে তারা যত শক্তিশালীই

হোক না কে তাদের কে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক বিচার করতে হবে। দ্রুত সময়ের মধ্যে পুলিশের তৎপরতায় প্রধান আসামী বিপ্লবকে গ্রেফতার করায় তিনি পুলিশ সুপারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং বাকী আসামীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবী জানান।

ঝিনাইদহে শিক্ষক কর্মচারীর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর বার্ষিক সাধারণ সভা-২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সকালে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে প্রতিষ্ঠানটির ১২তম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সদর উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর চেয়ারম্যান আলমগীর হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ কাল্ব এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি আরিফ মিয়া।

এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাল্বের ট্রেজারার নরেশ চন্দ্র বিশ্বাস, গ অঞ্চলের ডিরেক্টর আরিফ হাসান, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি এম রায়হান, কাল্বের জেলা ব্যবস্থাপক জাকির হোসেন, সদর উপজেলা ক্রেডিট ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কৃপাসিন্ধু বিশ্বাস। হরিণাকুণ্ডু উপজেলা ক্রেডিট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলামসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কাল্বের সদর উপজেলা শাখার ব্যবস্থাপক ফরহাদ হোসেন।

অনুষ্ঠানে বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ করেন ক্রেডিট ইউনিয়নের সদর উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক কে এম সালেহ।
অনুষ্ঠান শেষে পুরষ্কার বিজয়ীদের মাঝে প্রধান অতিথি পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে সদর উপজেলার দুই শতাধিক শিক্ষক কর্মচারী অংশ গ্রহন করেন।

টাকা পাচার বন্ধ করে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলুন, যুব ইউনিয়ন সভাপতি মাসুম

‘কর্মসংস্থান ও ভোটাধিকারের সংগ্রামে জেগে ওঠো তারুণ্য ‘ শ্লোগানকে সামনে রেখে বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন কুষ্টিয়া জোনের উদ্যোগে গতকাল শুক্রবার ঝিনাইদহ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন ঝিনাইদহ জেলা কমিটির সভাপতি যুবনেতা আবু তোয়াব অপু’র সভাপতিত্বে ও বায়েজিদ চাষার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত যুব সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি খান আসাদুজ্জামান মাসুম, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডিয়াম সদস্য চৌধুরী হোসেন, খুলনা বিভাগীয় প্রেসিডিয়াম সদস্য নিত্যানন্দ ঢালী, কেন্দ্রীয় কমিটির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. মুজাহিদুল ইসলাম রিপন, বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতির ঝিনাইদহ জেলার আহবায়ক স্বপন বাগচী।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন কুষ্টিয়া জেলা সভাপতি গোলাম রাব্বানী, চুয়াডাঙ্গা জেলার আহবায়ক জিয়াউর রহমান, মেহেরপুর জেলার আহবায়ক এ্যাড. মিজানুর রহমান, কুষ্টিয়া জেলার সাধারণ সম্পাদক সোহেল খোন্দকার, চুয়াডাঙ্গা জেলার যুগ্ম আহবায়ক আনোয়ারুল ইসলাম, ঝিনাইদহ জেলা কমিটির সদস্য ও জাতীয় পরিষদ সদস্য সুজন বিপ্লব, ঝিনাইদহ জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক আরিফুল ইসলাম প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা বাংলাদেশ যুব ইউনিয়নের ৯ দফা দাবী উপস্থাপন করেন এবং বেকারদের কর্মসংস্থানের দাবী জানান।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্য যুবনেতা মাসুম বলেন, প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে যে বিপুল পরিমান টাকা পাচার হচ্ছে এই টাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললে এই দেশের কোটি বেকারের কর্মসংস্থানের

সুযোগ হতো। তিনি সরকারি চাকুরির শুন্য পদে দ্রুত নিয়োগের দাবী জানিয়ে বলেন করোনার কারনে দেশে কোটি যুবক কর্মহীন হয়ে পড়েছে। তাদের বেশির ভাগ নতুন করে আর শ্রমবাজারে যেতে পারেনি, সরকার তাদের জন্য কোনো উদ্যোগ নেয় নি। অথচ রাষ্ট্রের টাকায় ধনিক শিল্পপতিদের প্রণোদনার নামে হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়েছে এতে যুব সমাজের কোনো কাজে লাগে নাই । করোনাকালীন কর্মহীন হয়ে পড়া ও আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত ক্ষতিগ্রস্ত যুবদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে হবে।

করোনাকালীন প্রবাস ফেরত যুবদের প্রবাসে কর্মে ফিরে যাওয়া নিশ্চিত করতে হবে।কর্মহীন যুবদের জন্য বেকার ভাতা চালু করতে হবে। কর্ম প্রত্যাশীদের জন্য অনলাইন নিবন্ধন কেন্দ্র চালু করে নিবন্ধিত যুবদের এক বছরের মধ্যেই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। ঘুষ ছাড়া চাকরি চাই, নিয়োগ ও বদলিতে বানিজ্য বন্ধ করতে হবে।

ঝিনাইদহে চ্যানেল-২৪’র সাংবাদিক সাদ্দাম হোসেনের উপরে হামলা

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় চ্যানেল ২৪’র জেলা প্রতিনিধি সাদ্দাম হোসেনকে বেধঢ়ক মারপিট করা হয়েছে। সেই সাথে তার বাড়িঘরে হামলার ঘটনাও ঘটেছে।

গত বৃহস্পতিবার রাত ১০ টার দিকে শৈলকুপার গাড়াগঞ্জ বাজারে এ ঘটনা ঘটে। আহত সাদ্দাম হোসেনকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানায়, গত বৃহস্পতিবার রাত ১০ টার দিকে সাদ্দাম হোসেন গ্রামে যাচ্ছিলো। পথে গাড়াগঞ্জ বাজারে গেলে ওই এলাকার বখাটে বিপ্লব হোসেন ও তার চাচা ফিরোজ হোসেন তার উপর হামলা চালায়। পরে সাদ্দামের স্বজনরা এতে তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর

হাসপাতালে ভর্তি করে। পরে শৈলকুপা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি শামীম হোসেন মোল্লার নির্দেশে তার সমর্থকরা সাদ্দামের বাড়িতেও হামলা চালায়।

সাদ্দামের স্বজনরা জানায়, ২০২২ সালের প্রথম দিকে সাদ্দাম হোসেনের নামে ফেসবুকে বিরুপ মন্তব্য করত গাড়াগঞ্জ এলাকার বিপ্লব হোসেন নামের এক বখাটে। পরবর্তিতে চলতি বছরের জুলাই মাসে গোয়েন্দা পুলিশ বিপ্লব হোসেনকে সনাক্ত করে ধরে নিয়ে আসে। তখন সে আমাদের ঘটনার ভুল স্বীকার করে মুচলেকা দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেয়। থানায় জিডি করা ও পুলিশের আটক করার কারণে গত বৃহস্পতিবার রাতে এ হামলা চালিয়েছে বলে জানায় সাদ্দামের সহকর্মীরা।

শৈলকুপা থানার ওসি আমিনুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। অভিযোগ দিলে পরবর্তী আইনগন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এদিকে সাদ্দামের উপর এই ন্যাক্কারজক হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি এম রায়হান, সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান টিপু, ঝিনাইদহ টেলিভিশন সাংবাদিক ফোরামের সভাপতি শিপলু জামান, সাধারণ সম্পাদক রাজীব হাসানসহ জেলায় কর্মরত সাংবাদিকরা।

ঝিনাইদহে সেফ সুইমিং একাডেমীর আয়োজনে আলোচনা সভা

ঝিনাইদহে পানিতে ডুবে মৃত্যু প্রতিরোধ সচেতনতা ও সাঁতার শিখন বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২১ সেপ্টেম্বর) সকালে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে এ আলোচনা সভার আয়োজন করে সেফ সুইমিং একাডেমী। অনুষ্ঠানে সাঁতারের প্রয়োজনীয়তা ও সাঁতার না জানার কারণে মৃত্যুর বিষয়ে নানা আলোচনা করা হয়।

সেসময় ঝিনাইদহ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী সুব্রত কুমার পাল, সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শহীদুল ইসলাম, সমাজসেবক ইসমাইল হক শান্তি জোয়ার্দ্দার, ব্যবসায়ী নিয়ামুল করিম টিপু, সেফ সুইমিং একাডেমীর পরিচালক মাহাফুজুর রহমান বিপ্লব, সহকারী পরিচালক কাজী আলী আহম্মেদ লিকুসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন। আলোচনা সভায় ওই বিদ্যালয়ের দেড় শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেয়।

আলোচনা সভায় পানিতে ডুবে মৃত্যু প্রতিরোধে জনসচেতনতা তৈরী, বছরের একটি দিনকে জাতীয় সাঁতার শিখন দিবস ঘোষণা করা, সাঁতার শিখনে বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে অর্ন্তভুক্ত করাসহ বেশ কয়েকটি সুপারিশ তুলে ধরা হয়।

ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দুর্নীতি অনিয়ম অভিযোগ সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহ জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এম হারুন অর রশিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, আর্থিক অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ উঠেছে। তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর সরকারী এই দপ্তরটি নিজের এনজিওতে পরিণত করেছেন। সৃজনী এনজিওর প্রশাসনিক কর্মকর্তা নাজমুল হুসাইন ও হিসাব রক্ষক অর্জুন কুমারকে জেলা পরিষদের অফিসে আলাদা রুমে বসিয়ে ভুয়া ও কল্পিত প্রকল্প বানিয়ে সরকারী টাকা আত্মসাৎ করছেন।

বুধবার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে জেলা পরিষদের ৭ জন নির্বাচিত সদস্য যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ তুলে ধরেন এবং তার প্রতি অনাস্থা প্রদর্শণ করেন। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান মোরাদিম মোস্তাকিম মনির।

এ সময় পরিষেদের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার সদস্য আলাউদ্দীন, কালীগঞ্জের জসিম উদ্দীন সেলিম, মহেশপুরের লিটন মিয়া, কোটচাঁদপুরের রাজিবুল কবীর, সংরক্ষিত মহিলা সদস্য আনোয়ারা খাতুন ও অনিতা বিশ^◌াস উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ ছাড়াই একই প্রকল্প বার বার দেখিয়ে টাকা লোপাট করছেন হারুন অর রশিদ। শহরের হামদহ মনুমেন্টের পাশে একক সিদ্ধান্তে অবৈধভাবে রাস্তার পাশে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন না নিয়ে মার্কেট নির্মাণ করে অবৈধ ভাবে অর্থ হাতিয়ে নিয়েছেন। ধোপাঘাটা ব্রীজের পূর্বপাশে মার্কেট নির্মাণ ও মাটি ভরাটের কথা বলে জেলা পরিষদের ১০ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে এডিপি এবং রাজস্ব থেকে দুস্থ্য মহিলাদের সেলাই মেশিন দেয়ার কথা বলে ১৫ থেকে ২০ লাখ টাকা ও গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের বাইসাইকেল কেনার নামে প্রায় ১২ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। জেলা পরিষদের নামাজ ঘর, অফিস, ডাকবাংলো, ছাদ বাগান ও অফিস পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা দেখিয়ে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়াই প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। চেয়ারম্যান তার নিজ প্রতিষ্ঠান সৃজনি প্রিন্টার্স ও তাজ ফিলিং স্টেশন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত মালামাল ক্রয় দেখিয়ে টাকা আত্মসাৎ করে চলেছেন।

লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়, জেলা পরিষদ অফিস চত্বরে ০৮/১০ লাখ টাকার কাঠ নাম মাত্র মূল্য দেখিয়ে রাতের আঁধারে পাঁচার করেছে। গত জানুয়ারী মাসে দুঃস্থদের মাঝে বিতরণের জন্য ৬ হাজার পিচ কম্বল কেনা দেখিয়ে ১৫ লাখ টাকা পকেটস্থ করেছেন। এ ভাবে তিনি বিভিন্ন খাত থেকে লাখ লাখ টাকা লুটপাট করছেন বলে অভিযোগ করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয় ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়কে বিগত পরিষদের সময়কার টেন্ডারকৃত গাছের ঠিকাদারদের জিম্মি করে ২৫ থেকে ৩০ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন হারুন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্বেও মন্ত্রণালয়ের আদেশ উপেক্ষা করে খাল ও পুকুর একক সিদ্ধান্তে ইজারা দিয়ে সরকারী আইন ভঙ্গ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি কোন সদস্য’র মতামত নেন না। বরং সদস্যদের সাদা হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর নিয়ে নিজের ইচ্ছা মত রেজুলেশন তৈরী করে রাজ্স্ব তহবিল থেকে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়াই প্রকল্প গ্রহণ এবং একই প্রকল্প বার বার দেখিযে টাকা উত্তোলন করে কোটি কোটি

টাকা আত্মসাৎ করে যাচ্ছেন। এদিকে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হারুন অর রশিদের এই দুর্নীতি ও সেচ্ছাচারিচার বিরুদ্ধে ঝিনাইদহ জেলার চার জন সংসদ সদস্য যৌথ সাক্ষরে গত ৯ মে স্থানীয় সরকার বিভাগের মন্ত্রী তাজুল ইসলামের কাছে অভিযোগ করেন। মন্ত্রী বিষয়টি আমলে নিয়ে সচিবকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

সংসদ সদস্যরা অভিযোগ পত্রে উল্লেখ করেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হারুন অর রশিদ নিজের খেয়াল খুশি মতো প্রকল্প গ্রহন করেন, উপদেষ্টা হিসেবে এমপিদের মতামত গ্রহন করেন না। আগের জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের দেয়া নিয়োগকৃত কর্মচারীদের চাকরীচ্যুত করছেন, যা অমানবিক। ঝিনাইদহ যশোর সড়কের কড়াই ও মেহগনি গাছ নামে বেনামে টেন্ডার করে নিজের নামে নিচ্ছেন। সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে এই অনিয়ম, দুর্নীতি এবং চরম স্বেচ্ছাচারিতা অবসান এবং এই দুর্নীতিবাজ জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের অপসারণ করে জনবান্ধব জেলা পরিষদ গঠনের দাবি জানান সদস্যরা।

হরিণাকুণ্ডুতে সুদকারবরীর তকমা লাগিয়ে চাঁদাবাজীর চেষ্টা; সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু’র শ্রীফলতলা গ্রামের কৃষক আজিবর রহমান ওরফে আজি বক্সের নিকট থেকে অভিনব কায়দায় চাঁদাবাজির খবর পাওয়া গেছে। নিরীহ এই গ্রাম্য কৃষকের গায়ে সুদ কারবারীর মিথ্যা তকমা লাগিয়ে সংবাদ পরিবেশনের ভয় দেখিয়ে ২ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি করেন সাইদুল ইসলাম ও সাহেব আলী নামের স্থানীয় দুইজন সাবেক ইউপি সদস্যসহ ইনসান আলী, আশরাফুল আলম, সিহাব আলী নামের কথিত ৩ জন সাংবাদিক। চাঁদার টাকা না পাওয়ায় তারা নানাভাবে হয়রানি করছেন বলে এক সংবাদ সম্মেলনে ঐ গ্রাম্য কৃষক অভিযোগ তুলেছেন।

গতকাল সোমবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২ টায় ঝিনাইদহ প্রেস ইউনিটির কার্যালয়ে ঐ কৃষক এক সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজন করেন। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, আমি মোঃ আজিবর রহমান, গ্রাম-

শ্রীফলতলা, উপজেলা হরিনাকুন্ডু, জেলা ঝিনাইদহ একজন সহজ-সরল চাষী। আমি কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করে আসছি। এ বাদে আমার আর কোন পেশা নেই। আমার কৃষিকাজের উপার্জন দিয়ে বহু কষ্টে আমার একটা ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ার বানিয়েছি। আমার আরেক ছেলে বর্তমানে একটি বেসরকারী কোম্পানীতে চাকুরী করছে। সন্তানদের চাকুরীর সুবাদে আমি বর্তমানে অর্থনৈতিক ভাবে অনেকটা সাবলম্বী।

আমাদের উপজেলাজুড়ে জমি বন্ধক / লিজ দেওয়া-নেওয়ার বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। আমি বর্তমান অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ায় গ্রামের অনেকেই বিপদে পড়ে আমার কাছে জমি বন্ধক রাখতে আসে। তাদের বিপদের কথা শুনে আমি সরল মনে জমি বন্ধক/লিজ নিয়ে আসছি এটা সত্য। কিন্তু আমি আমার জীবদ্দশায় কখনো কোনদিন সুদের কারবারের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম না। কিন্তু বর্তমানে জেলাজুড়ে সুদে কারবারীদের বিরুদ্ধে পুলিশের বিশেষ অভিযান চলমান থাকায় এর সুযোগ নিয়ে ২ জন জনপ্রতিনিধি ও তিনজন সাংবাদিক আমার গায়ে সুদে কারবারীর মিথ্যা তকমা লাগিয়ে সংবাদ প্রকাশের ভয়-ভীতি দেখিয়ে আমার নিকট থেকে মোটা অংকের চাদা দাবি করে আসছে।

আনুমানিক ৭/৮ দিন আগে হঠাৎ করেই স্থানীয় সাবেক মেম্বার সাইদুল, সাবেক মেম্বার সাহেব আলী, আজিজুল শেখ ও জামালসহ সাংবাদিক পরিচয়ে ইনসান আলী,আশরাফুল, সিহাব ও শহিদুজ্জামান বাবু নামে কয়েকজন সাংবাদিক মোটরসাইকেল যোগে এসে আমার বিনা অনুমতিতে বাড়িতে প্রবেশ করে।

এসময়য় তারা বলেন,তাদের কাছে নাকি অভিযোগ আছে আমি সুধে কারবারি করে এলাকার মানুষদের নিঃস্ব করে ফেলেছি। আমি তাদের কাছে জমি বন্ধক রাখার বিষয়ে স্বীকার করলেও সাংবাদিক শিহাব, আশরাফুল ও বাবু আমাকে জোর করে সুদের কারবার করার কথা স্বীকার করার জন্য আমাকে চাপ দিতে থাকে। কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে তারা আমাকে সুদে কারবারী বানিয়ে নিউজ করা ও থানায় মামলা করার হুমকি দেন। এ সময় স্হানীয় সাবেক দুই ইউপি সদস্য সাইদুল ও বাবু আমাকে আমাকে বলেন, সাংবাদিকদের সাথে ঝামেলা করলে তোমার ক্ষতিই হবে। তার চেয়ে কম-বেশি করে বিষয়টা মিটমাট করে নাও। অপরাধ করা বা না করো সাংবাদিক আসলে তাদের খরচাপাতি দিতে হয়। এ সময় খরচা কত টাকা জানতে চাইলে সাংবাদিক ইনসান বলেন, তুমি মিয়া জাতে সুদে কারবারি। বহু উপর পর্যন্ত তোমার নামে রিপোর্ট আছে। তোমার ছাড় দিলে সমাজ নষ্ট হয়ে যাবে। তবে লাখ দুয়েক টাকা হলে সব ম্যানেজ করে নিয়ে তোমাকে বাচানো যাবে।

আমি দিতে অস্বীকার করায় তারা নিউজ করে দেবে বলে বিভিন্ন হুমকি ধামকি দিয়ে চলে যায়। ঘটনার পরে গত ২/৩ দিন আগে ইনসান সহ আরো ২/৩ জন এসে আবারো ঐ পরিমান চাঁদা দাবি করে।

আমি দিতে অস্বীকার করায় তারা আবারো নিউজ করে দেওয়ার হুমকি দেয়। সেদিমই ইনসান ০১৯১০৮১৩৫৯৯ নম্বর থেকে কল দিয়ে বলে এই নাম্বারে ৩০ হাজার টাকা পাঠাও।

আমি তাদের দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ না করায় গত শনিবার হরিণাকুন্ডুতে অভিনব কৌশলে আজি বক্সের সুদের ব্যবসা” শিরোনামে দৈনিক এই আমার দেশ, দৈনিক গড়ব বাংলাদেশ” সহ বিভিন্ন শিরোনামে লাইভ বিডি ঝিনাইদহ (Live BD jhenada) তালাশ টাইমস্ নামে বিভিন্ন আইডি থেকে অনলাইনে তারা মিথ্যা নিউজ প্রকাশ করে।

তাঁরা আমার কাছে কোন অনৈতিক সুবিধা না পেয়ে, উদ্যেশ্য প্রনোদিত ভাবে এই সংবাদ প্রচার করেছে। তাদের কাজে সামাজের কাছে আমার সম্মান নষ্ট হয়েছে বলে আমি মনে করছি।

এমতাবস্থায় আমি সমাজের কাছে মুখ দেখাতে না পেরে কয়েকবার আত্মহত্যার মত জঘন্যতম পাপ কাজ করার জন্য ইচ্ছে পোষণ করেছিলাম। বিষয়টি আমার পরিবার টের পাওয়ায় যদিও তা সফল হয়নি।

তবে পরিস্থিতির কারণে যদি এমন পথ বেছে নিতে হয় তবে এর জন্য দ্বায়ী থাকবে সাইদুল মেম্বার, কথিত সাংবাদিক ইনসান, শহিদুজ্জামান বাবু, আশরাফুল ও শিহাব।

আমি আপনাদের কাছে আমার একটাই দাবি আমি অ-শিক্ষিত মানুষ হিসেবে সুদে কারবারী বলে যা জানি তা হলো, নগদ টাকা দিয়ে তার লাভ নেওয়া।

আমি তা কখনোই করিনি বা করবোও না। আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তুলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে, তার সত্যতা সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে সঠিক প্রতিবেদন প্রকাশ করবেন। এটা আপনাদের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ। আপনাদের আরো অবগত করাতে চাই-আমার নামে যে নিউজের ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে, সেই ভিডিওতে যাহারা সাক্ষাৎকার দিয়েছে তাদের একজনের কাছ থেকে আমার ৬ শতক জমি বন্ধক রাখা আছে। ভিডিওতে দেখানো বাকিদের সাথে আমার কোন দিন কোন লেন দেন হয় নাই।

আমি গ্রামের একজন পাট ও তামাক চাষি। আমি সারাজীবন চাষ করে আসছি।

এই সাবেক মেম্বার সাইদুল ও কথিত সাংবাদিক ইনসান আমার কাছ থেকে চাঁদা নিতে না পেরে,আমি একজন সুদে কারবারি বলে অভিযোগ দিয়ে হরিনাকুন্ডু থানা থেকে পুলিশ এনে আমাকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করেছিল।

পরে থানা থেকে আসা পুলিশ সদস্যরা তদন্ত করে আমাকে দোষী প্রমাণিত করতে না পারাই পুলিশ আমাকে গ্রেফতার না করে চলে যায়। আমি এই সাবেক মেম্বার সাইদুল এবং কথিত সাংবাদিক ইনসানের সড়যন্ত্রের হাত থেকে বাঁচতে চায়। সাংবাদিক ভাইদের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা আমার বিরুদ্ধে করা প্রতিবেদনের সত্যতা যাচাই করে এই কথিত সাংবাদিকদের হাত থেকে আমাকে বাঁচতে দিন।

ঝিনাইদহ সিটিজেন ফোরামের উদ্যোগে সেমিনার অনুষ্ঠিত

‘নাগরিক অধিকার সংরক্ষণে আমাদের করণীয়’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঝিনাইদহ সিটিজেন ফোরামের উদ্যোগে আজ শনিবার সকাল ১১টায় জেলা আইনজীবী সমিতি হলরুমে এই সেমিনার শুরু হয়।

সিটিজেন ফোরামের প্রধান সমন্বয়ক ফজলুর রহমান খুররমের সভাপতিত্বে এবং নির্বাহী সদস্য এ্যাড. সামছুল আলমের সঞ্চালনায় সেমিনারে আলোচক হিসেবে নাগরীকদের বিভিন্ন প্রশ্নের দেন ঝিনাইদহ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষনের সহকারী পরিচালক নিশাত এবং ঝিনাইদহ পৌরসভার নির্বাহী কর্মকর্তা মুস্তাক আহম্মেদ।

এসময় বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ জজ আদালতের পিপি এ্যাড. ইসমাইল হোসেন, আইনজীবী সমিতির সভাপতি রবিউল ইসলাম, বাসদ নেতা সমাজকর্মী তাহেরা বেগম জলি, সিনিয়র সাংবাদিক সাইফুল মাবুদ, নিজাম জোয়ার্দার বাবলু, শাহানুর আলম, এ্যাড. আসাদুজ্জামান, সাবেক কাউন্সিলর ওবায়দুর রহমান, মতিয়ার রহমান, অধ্যক্ষ রাশেদুল ইসলাম, ফারুক হোসেন, সমাজকর্মী সেলিনা আক্তার, জাসদ নেতা রাকিবুল ইসলাম, লাকী এবং জাফর আলী প্রমূখ।

এসময় বক্তারা পরিবেশ দুষণ, নাগরিক সুবিধা, দ্রব্যমূল্যের বাজার ব্যবস্থাপনা, পৌরসভার নানা অনিয়ম এবং দুর্নীতি নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

ভোক্তা অধিকারের সহকারী পরিচালক নিশাত মেহের বলেন, আমাদের জনবল কম, মাত্র ৩জন নিয়ে ঝিনাইদহের ৬ উপজেলায় কাজ করে যাচ্ছি অনিয়ম শুনলেই প্রতিকার করার চেষ্টা করছি। একবারে সবকিছু ঠিক হবেনা আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে। সম্মিলিত ভাবে অনিয়মের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে হবে।

পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা মুস্তাক আহম্মেদ বলেন, শুধু পৌরসভার সভার উপরেই সব দায়িত্ব দিলে হবে না নাগরিকদেরর সচেতন হতে হবে। আপনারা আমাদের প্রতিপক্ষ নয়, নগরবাসীর টাকায় আমাদের বেতন হয়। সরকার নিদিষ্ট কোন উন্নয়ন খাতে টাকা দেন, সার্বিক ব্যয়ের জন্য কোন বরাদ্ধ সরকার দেন না। আপনাদের টাকায় পৌরসভা চলে এর ভালমন্দ দেখার দায়িত্ব আপনাদের রয়েছে। নাগরিক অধিকার সবার উপরে কেউ ব্যক্তিগত ভাবে খারাপ আচরণ করলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দিলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও তিনি জানান।

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় বাস ও আলমসাধুর মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ২

ঝিনাইদহের শৈলকূপা উপজেলার বড়দাহ ব্রীজ এলাকায় আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে যাত্রীবাহী বাস ও আলমসাধুর মুখোমুখি সংঘর্ষে দুইজন নিহত হয়েছেন।

নিহতরা হলেন- হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ভায়না গ্রামের নারায়ন কুমারের ছেলে মহাদেব কুমার (৬০) ও একই গ্রামের আক্কাস মিস্ত্রির ছেলে খোকন হোসেন (২৯) নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছে আরও ২জন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বৃহস্পতিবার দুপুরে হরিণাকুণ্ডু উপজেলার

ভায়না থেকে চার পান ব্যবসায়ী আলমসাধু যোগে গাড়াগঞ্জ বাজারে আসছিলেন। তারা ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া সড়কের গাড়াগঞ্জ এলাকার বড়দাহ ব্রীজের কাছে পৌঁছালে ঝিনাইদহ থেকে কুষ্টিয়াগামী রূপসা পরিবহনের একটি বাসের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই খোকন নিহত হয়। আহত হয় আরও ৩ জন। খবর পেয়ে শৈলকূপা ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে আহত ৩ জনকে উদ্ধার করে শৈলকূপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মহাদেব নামে আরও একজনকে মৃত ঘোষণা করেন। আহতদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে আব্দুস সাত্তারের অবস্থা গুরুত্বর বলে জানা যায়।

ঝিনাইদহ হাইওয়ে থানার ওসি মিজানুর রহমান জানান, ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কে বাস ও আলমসাধুর মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই জন নিহত হয়েছেন। বাসটি আটক করা হয়েছে। মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

ঝিনাইদহে টিসিবির পণ্য বিক্রি শুরু

ঝিনাইদহে ভর্তুকি মূল্যে খাদ্যপণ্য বিক্রি শুরু করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন ট্রেডিং করপোরেশন অব-বাংলাদেশ (টিসিবি)।

আজ বুধবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সকালে শহরের শিশু একাডেমিতে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক এসএম রফিকুল ইসলাম।

এ সময় সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) শারমিন আক্তার সুমি, টিসিবি’র সহকারী পরিচালক আতিকুর রহমান, জেলা তথ্য অফিসার আবু বক্কর সিদ্দিক, জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা আইয়ুব হোসেন, কাউন্সিলর কায়সার আরেফিন, ডিলার মেসার্স আলাউদ্দিন ট্রেডার্স এর স্বত্বাধিকারী সোহান হোসেনসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সংশ্লিষ্টরা জানায়, এবারও জেলার ৬ উপজেলায় ৪৩ জন ডিলারের মাধ্যমে ১ লাখ ২০ হাজার ১’শ ৩৩ জন ফ্যামিলি কার্ডধারী নিম্ন আয়ের

[illegible]